AS-SUNNAI
Health Care

বহুল জিজ্ঞাসিত

প্রশ্নোত্তর

রুকইয়াহ সংক্রান্ত
সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্তর

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

রুকইয়াহ বিষয়ক বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তর

রুকইয়াহ সংক্রান্ত বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর

রুকইয়াহ সংক্রান্ত

১. রুকইয়াহ কী? সেলফ রুকইয়াহ কী?

উত্তরঃ রুকইয়াহ শারইয়াহ বলতে ইসলামসম্মত ঝাড়ফুঁক বুঝায়। আর নিজের জন্য নিজেই রুকইয়াহ করাকে সেলফ রুকইয়াহ বলে।

২. রুকইয়াহ কেমন বিষয় না?

উত্তরঃ এটা মনের আশা পূরণ, অসাধ্য সাধন কিংবা বশ করার কোন তদবির না, নামাজ-রোজার মত বিশেষ কোন ইবাদত না। এটা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি।

৩. আমি আগে কবিরাজ দেখিয়েছি, এখন আগের তদবিরের সাথে রুকইয়াহ করতে পারব?

উত্তরঃ না। আগের কবিরাজ, তান্ত্রিক, জিনহুজুর ইত্যাদির কাছে যাওয়ার জন্য তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে, তদবিরের জিনিসপত্র ও তাবিজকবচ সব নষ্ট করে এরপর রুকইয়াহ শুরু করবেন।

৪. জাদুর জিনিস বা তাবিজ খুঁজে পেলে সেটা নষ্টের নিয়ম কী?

উত্তরঃ একটা পাত্রে পর্যাপ্ত পানি নিয়ে সিহরের আয়াত ও তিনকুল ৩বার করে পড়ে ফুঁ দিন। এরপর তাবিজ বা জাদুর জিনিস একত্র করে সেখানে ডুবিয়ে রাখুন। তাবিজের থেকে কাগজ, সুতা, পিন ইত্যাদি বের করুন, সব গিট কেটে ফেলুন, কাগজ ছিঁড়ে ফেলুন। এরপর সব ভালোভাবে পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করুন। সবশেষে এগুলো পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে দিন। আর সম্ভব হলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। জাদুর জিনিস খালি হাতে ধরবেন না, আর নষ্ট করার সময় বারবার সূরা ফালাক-নাস পড়ুন।

৫. আমার আসলেই xyz.. সমস্যা আছে কি না, এটা কিভাবে বুঝব?

উত্তরঃ সমস্যা অনুযায়ী সেই লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে, প্রয়োজনে রুকইয়াহ করে তার প্রভাব দেখে নিশ্চিত হওয়া লাগতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এসব অদৃশ্যের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত বলা সম্ভব হয়না।

৬. সমস্যা ভাল হতে কতদিন রুকইয়াহ করা লাগবে?

উত্তরঃ প্রথমত, পৃথিবীর কোন রোগের ক্ষেত্রেই এটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বললে, সমস্যার গভীরতা অনুযায়ী ১সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস বা বছরও লাগতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় আজীবন কিছু সমস্যা থেকে যায়। সম্পূর্ণ ভাল হয় না। এক্ষেত্রে রোগী ও তার পরিবার যদি কোন কুফরি জাদুর আশ্রয় না নেয়, বিপদে সবর করে, তাহলে আল্লাহ আখিরাতে এর বিনিময়ে ক্ষমা এবং জান্নাত দেবেন।

রুকইয়ার অডিও সংক্রান্ত

১. রুকইয়ার অডিও কোথায় পাব?

উত্তরঃ আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। অথবা কারও ফোন বা পিসি থেকে কপি করে নেয়া যাবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা- www.assunnahealth.com

২. অডিও শুনার নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নিয়ম আছে কি? অযু করতে হবে?

উত্তরঃ না, তেমন বাঁধাধরা নেই। তবে যতটা গুরুত্ব, মনোযোগ এবং ইয়াক্বিনের সাথে শুনতে পারবেন, তত বেশি উপকার আশা করা যাবে। শোনার সময় নিয়ত করবেন "অমুক সমস্যার জন্য শুনছি" অযু করে শুনতে পারলে উত্তম, তবে অযু ছাড়াও শোনা যাবে।

৩. অডিও না শুনে তেলাওয়াত করলে হবে?

উত্তরঃ হবে। শোনার চেয়ে নিজে তিলাওয়াত করাই উত্তম। এক্ষেত্রে সরাসরি কোরআন দেখে, পিডিএফ থেকে দেখে বা প্রিন্ট করে নিয়ে কিংবা রুকইয়াহ বই থেকে পড়া যেতে পারে।

৪. আমি অনেক ব্যস্ত থাকি, রুকইয়ার অডিও শোনার জন্য এত সময় বের করা কঠিন, কি করতে পারি?

উত্তরঃ প্রতিদিন একটা অডিও অথবা কমপক্ষে পৌনে একঘণ্টা কাজ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে শুনবেন। এটা সর্বনিম্ন, এর বেশি পারলে আরও ভাল। দিনের বেলায় না পারলে একদম সকালে ফজরের পরপর অথবা রাতে ঘুমের আগে সময় বের করে শুনবেন। আর বাকিগুলো এমন সময় শুনবেন যেসব কাজে তেমন মনোযোগ দিতে হয় না, অর্থাৎ মনোযোগটা রুকইয়ার দিকে রাখবেন আর হালকা কাজ করবেন।

৫. রুকইয়াহ শুনতে গেলে ঘুম আসছে, কি করব?

উত্তরঃ রুকইয়ার পানি রাখবেন কাছে, চোখে-মুখে ছিটা দিবেন, মাঝেমাঝে পান করবেন। এভাবে জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন। এরপরেও ঘুমিয়ে পড়লে সমস্যা নেই, কানে রুকইয়ার আওয়াজ গেলেই যথেষ্ট, অল্প হলেও উপকার হবে।

রুকইয়ার পানি খাওয়া এবং গোসল সংক্রান্ত

১. রুকইয়ার পানি কি? রুকইয়ার গোসল কী?

উত্তরঃ রুকইয়ার আয়াত বা দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়া পানিকে রুকইয়ার পানি/পড়া পানি বলে। রুকইয়ার পানি দিয়ে বা কোনো উপাদান মিশিয়ে গোসল করাকে রুকইয়ার গোসল বলে।

২. রুকইয়ার গোসলের সহজ/সাধারণ নিয়ম কী?

উত্তরঃ গোসলের জন্য বালতিতে পানি নিন। এরপর সেখানে হাত রেখে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক, নাস — এর আগে এবং পর দরুদ — সব ৭বার করে পড়ে গোসল করুন। কোনোদিন সময় সুযোগ কম থাকলে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, তিনকুল এবং দরুদ ৩বার/৭বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে গোসল করে নিন।

৩. রুকইয়ার গোসলের পর নরমাল গোসল করা যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, রুকইয়ার গোসলের আগে বা পরে সাধারণ পানি দিয়ে গোসল যাবে।

৪. অল্প পানিতে রুকইয়াহ করার পর ভেতরে নিয়ে গোসল করা যাবে? নাকি বালতির বেশি পানিতে করতে হবে?

উত্তরঃ বদনজরের রুকইয়ার গোসলে হাত ডুবাতে হয়। আর অন্যগুলোতে পড়ার পর ফুঁ দিয়ে পানি মিলিয়ে নিতে হয়। তাই আপনাকে যে নিয়ম বলা হবে, সেভাবে করবেন।

৫. বরই পাতার গোসল কিভাবে করব?

উত্তরঃ সাতটি বরইয়ের পাতা বেটে (পাটায় পিষে) সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস- সব তিনবার করে পড়ে ফুঁ দিন, এরপর পানিতে গুলান। এবার এই পানি তিন ঢোক পান করুন, আর গোসল করুন। উল্লেখ্য, এই পানি গরম করবেন না, সাথে অন্য পানি মিশাবেন না। (সাথে সিহরের আয়াত পড়লে আরও বেশি উপকার হবে।)

মেয়েদের বিশেষ প্রশ্নগুলো

১. পিরিয়ডের অবস্থায় কি অডিও শোনা যাবে? গোসল করা বা পানি খাওয়া যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, শোনা যাবে। কিন্তু নিজে তেলাওয়াত করা যাবে না। গোসল করা পানি খাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে আগে থেকে পানি পড়ে রাখতে হবে বা অন্য কেউ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলে সেটা ব্যবহার করতে হবে।

২. পিরিয়ডের সময় তো কোরআন পড়া যায় না, কিভাবে গোসল করব?

উত্তরঃ আগের পানি থাকলে সেটা মিশিয়ে গোসল করবেন। আর নতুন পানি তৈরি করা লাগলে নিজে পড়বেন না। অন্য কেউ পানি পড়ে দিবে, আপনি শুধু গোসল করবেন। যদি কাউকে না পান, তবে শুধু দুয়া পড়ে পানি তৈরি করবেন। রুকইয়ার আয়াত ও দোয়া পিডিএফ অথবা রুকইয়া বই এর ১-১০নং দুয়া পড়া যায়।

৩. পিরিয়ড অবস্থায় মাসনুন আমল করা যাবে?

উত্তরঃ প্রথমতঃ পিরিয়ডের সময় যেকোন দোয়া পড়া জায়েজ। তাই মাসনুন আমলের দোয়াগুলো নিশ্চিন্তে পড়তে পারেন। দ্বিতীয়তঃ অনেক ফকীহদের মতে আয়াতুল কুরসি এবং তিনকুল হিফাজতের দোয়া হিসেবে পড়া বৈধ, এই মত অনুসরণ করলে এসবও পড়তে পারেন। আর সতর্কতা হিসেবে না পড়তে চাইলে ওইসব আয়াতের অডিও শুনতে পারেন।

৪. গর্ভাবস্থায় রুকইয়া করা যাবে?

উত্তরঃ সাধারণত এই সময়ে আমরা রুকইয়াহ করতে মানা করি, যাতে সন্তানের উপর কোন ইফেক্ট না পড়ে। তবে হিফাজতের আমল করবেন। গর্ভের সন্তান নষ্টের যাদু থাকলে তখন রুকইয়াও করা যেতে পারে।

অন্যান্য

১. সিহরের আয়াত কোনগুলো?

উত্তরঃ সূরা আরাফ ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস ৮১-৮২ এবং সূরা ত্বহা ৬৯নং আয়াত – এগুলোকে সিহরের আয়াত বলে। এর সাথে সূরা বাকারা ১০২নং আয়াতও পড়া যায়।

২. আয়াতুশ শিফা কোনগুলো?

উত্তরঃ আয়াতে শিফা মোট ৬টি। সূরা তাওবাহ ১৪, ইউনুস ৫৭, নাহল ৬৯, বনি ইসরাইল ৮২, শু'আরা ৮০, হা-মীম সাজদা ৪৪নং আয়াত।

৩. আয়াতুস সাকিনাহ কোনগুলো?

উত্তরঃ আয়াতুস সাকিনা মোট ৬টি। সূরা বাকারা ২৪৮, সূরা তাওবা ২৬ এবং ৪০, সূরা ফাতহ ৪, ১৮ এবং ২৬নং আয়াত।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন

AS-SUNNAI
Health Care

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাব্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464